দুখানি একাঙ্ক নাটিকা

কমল মুখোপাধ্যায়

সমালোচনার্থে-
বঙ্গশ্রী-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

[illegible]
২১.১.৪০

হার-জিৎ

ভাবী-বিদ্যালয়

চৈত্র
১৩৩৯

৫ নং নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ।৵৹ ছয় আনা মাত্র

প্রিণ্টার :-
শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী
স্বস্তি প্রেস
১৫নং রামবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

নিবেদন

ছাত্রদের অভিনয়োপযোগী ছোট নাটক সংখ্যায় খুব কম; তাছাড়া ছোট গল্পের মত অল্প পরিসরের অথচ অভিনয়োপযোগী একাঙ্ক নাটক রচনা করবার যুগ এসেচে। এই একাঙ্ক নাটকের জন্ত রুচি স্থষ্টি করতে হ'লে প্রথমে ছাত্রদের দিয়ে স্ত্রপাত করা দরকার, কারণ তারাই অদূর ভবিষ্যতের যুবক এবং তাদের চাহিদার উপর এই একাঙ্ক নাটকের যোগান নির্ভর করবে। এই জন্তই জোর করে আমার বন্ধুবরের এই দুটি রচনা প্রকাশ করলুম। প্রথম নাটকটি আদি মেট্রোপলিটন বিস্তালয়ের অধ্যক্ষ প্রিয় সুহৃদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পালের উৎসাহে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত।

যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রাকর প্রমাদ এড়ানো যায়নি,—১১ পৃষ্ঠা ১০ম লাইনে একটা মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে,—'কে কেয়ার করে সুরেশ' পরিবর্ত্তে 'কে কেয়ার করে বিকাশ' হবে। ইতি—

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

প্রথম অভিনয় :—১৩ই চৈত্র—য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটুট হল

সুবোধবাবু—	শ্রীমান্ সুধীর দাশগুপ্ত
বিকাশ—	„ আদরধন গঙ্গোপাধ্যায়
সুরেশ—	„ সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র
নৃপেশ—	„ সমরকুমার রুদ্র
মহিম—	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ
গোকুল—	„ অরুণকুমার সেনগুপ্ত
গোপেন—	„ শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক
শিবু—	„ ফণীভূষণ মণ্ডল
বাদল—	„ দেবব্রত সুর চৌধুরী
বিভূতি—	„ শক্তিপদ দত্ত
নরেন্দ্র—	„ মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

হার-জিৎ

পাত্রগণ

ভলান্টিয়ার কোরের মেম্বার	বিকাশ	(ম্যাট্রিকের ছাত্র)
	নৃপেশ	(বিকাশের অনুগামী, ক্লাশ এইট-এ পড়ে)
	মহিম	(নৃপেশের সহপাঠী)
	শিবু	
	গোপেন	
	গোকুল	
বিকাশের প্রতিস্পর্দ্ধী	সুরেশ	(ম্যাট্রিকের ছাত্র, ধনী)
সুরেশের অনুগত	বাদল	
	বিভূতি	
	নরেন্দ্র	
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	সুবোধ বাবু	

দৃশ্যঃ কলিকাতার কোন উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের একটি ঘর।

সময়ঃ প্রাতে ৮ টা বাজ্‌তে প্রায় ১০ মিনিটে এই ঘটনার সূত্রপাত এবং শেষ হ'তে লাগে আনুমানিক ৪৫ মিনিট।

হার-জিৎ

[কলিকাতার কোন উচ্চ ইংরাজী বিত্যালয়ের একখানি ক্ষুদ্র ঘর। সামনে দরজা। —ডানদিকে একটি দরজা এবং তার পাশেই দু'খানি ডবল বেঞ্চ। বাঁদিকে জানালা এবং দু'খানি বেঞ্চ। দরজা দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে Stand এর উপর Black board, বাঁদিকে একটী আলমারী। আলমারীতে কতকগুলো রূপার কাপ, ইউনি-ফর্ম ও কিছু বই। বর্ণিত ঘটনা সুরু হবার সময়, ঘরে দুটি ডবল বেঞ্চের উপর পরস্পর মুখোমুখি করে বসে আছে নৃপেশ—ক্লাস VIII এর ছাত্র আর তার সহপাঠী মহিম। নৃপেশের মুখ প্রতিভায় উজ্জ্বল। বয়স তা'র প্রায় ১৪। মহিম কিছু ছোট হবে। তার মুখাবয়বে কমনীয় সারল্য। এরা ইংরেজীতে যাদের Hero-worshipper বলে তা'দের পর্য্যায়ে পড়ে।]

মহিম—ভাই, আমার খালি মনে হচ্ছে এবার ভীষণ কাণ্ড হবে। বিকাশদা ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেছেন। সুরেশ যে রকম ভয় দেখাচ্ছে……

নৃপেশ—রেখে দে সুরেশদা'র কথা। সুরেশদা' কি কর্‌বে শুনি? ভারী ত ওর মুরোদ। গতবারে Sport এর মাঠেই তা দেখা গেছে। ছেলের দল হৈ হৈ করে যখন Track এর মধ্যে এসে পড়ল, ও কি কর্‌লে? দিব্যি পলায়ন! অথচ ঐ দিকের চার্জ্জে ত উনি স্বয়ং ছিলেন! বিকাশদা' গিয়ে আবার Track clear করেন।

মহিম—কি জানি ভাই। এবারে যে রকম দল পাকিয়েছে তাতেই আরও ভয়। আমায় ভাই, টেবু বল্‌লে আজকাল রোজ

মোড়ের চায়ের দোকানে বসে ওরা মতলব ভাঁজে। কি যে করবে অনেক চেষ্টা করেও ধর্‌তে পারলুম্ না।

নৃপেশ—বিকাশদা যতক্ষণ রয়েছেন আমি কিছু ভয় করি না। জানিস, অঙ্কের মাষ্টার মশায় বলেন বিকাশদা'র মতন অমন ছেলে তিনি কখনও দেখেন্ নি। সেদিন মাষ্টারদের ঘরে ওঁরা আলোচনা করছিলেন, আমি বেয়ারার টুলের ওপর বসে' সব শুনলুম; হেড্‌মাষ্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই ওর প্রশংসা করলেন। স্কুলের ভলান্টিয়ার দলের এত যে সুনাম সে ত বিকাশদা'র জন্যেই?

মহিম—সত্যি ভাই, বিকাশদার ভেতর যেন কি একটা আছে। আমার মনে হয় বিকাশদা পরে একজন খুব Genius হবেন। আমার কিন্তু ভাই ভারী আনন্দ হয় যখন আমরা সকলে ড্রিল করতে দাঁড়াই আর বিকাশদা আমাদের অর্ডার দেন। কেমন চমৎকার লাগে—

নৃপেশ—আহা কি কথাই বল্লে? চমৎকার কার না লাগে শুনি?

মহিম—না, আমাদের সকলেরই ভাল লাগে। তাইত আমাদের corps এ কেমন যেন সব আপ্‌নার আপ্‌নার ভাব—

নৃপেশ—মহিম, আমি সময়ে সময়ে মনে করি যদি একটা যুদ্ধ লাগে, আর আমরা বিকাশদাকে ক্যাপ্তেন করে যুদ্ধে যাই—একটা মস্ত Trench কেটে তার ভেতর আমরা সবাই থাক্‌ব—বিকাশদা আমাদের চালাবেন—কেমন চমৎকার জীবন! সেদিন যুদ্ধের সব ছবি দেখ্‌ছিলুম আর ভাবছিলুম—

মহিম—সত্যি ভাই, ভারী চমৎকার! আমরা জিৎবই—

নৃপেশ—দূর পাগল, জেতাহারার কথা কে ভাবছে?

মহিম—না, মানে যদি যুদ্ধ্ হয় তাই বল্‌ছিলুম। আচ্ছা ভাই বিকাশদা' কার কাছে পড়তে যান ?

নৃপেশ—একজন কে আছেন, তাঁর নাম আমি জানিনা। বিকাশদা তাঁকে কিন্তু গুরুর মত ভক্তি করেন। তিনি প্রায়ই বলেন তাঁর শিক্ষায় উনি মানুষ হয়েছেন। ইনি খুব ভাল লোক,—একেবারে সন্ন্যাসীর মতন। ইনি নাকি বলেন সংসারে যতদিন বড়লোক আর গরীবলোক থাক্‌বে ততদিনই অশান্তি। আমি বিকাশদার মুখে শুনেছি। বিকাশদা' বলেছেন আর একটু বড় হলেই তিনি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।

[ডানদিকে দরজা দিয়ে শিবুকে আস্‌তে দেখে]

মহিম—ওরে শিবুদা আস্‌ছে। বোধ হয় কোন দরকার পড়েছে।

[শিবুর প্রবেশ ঃ শিবু Class IX এর ছাত্র]

শিবু—এই নৃপেশ, Captain তোমায় duty দিয়েছেন এখন থেকে আট্‌টার মধ্যে স্বেচ্ছাবাহিনীর সকলকে খবর দিয়ে রাখা চাই। ৮টা ৫এ Fall-in হবে।

মহিম—বাঃ সময় কোথা শিবুদা ? এখনই ত আটটা বাজ্‌তে পাঁচ—

নৃপেশ—তর্ক থাক্ মহিম। আমাদের না শপথ করা হয়েছে যে Captainএর আদেশ যাই হোক তাই পালন করতে হবে ? আমি চল্লুম শিবুদা'।

[নৃপেশের প্রস্থান]

মহিম—শিবুদা, নৃপেশ বিকাশদা'কে দেবতার মতন ভক্তি করে। সে বলে সে প্রাণপণে বিকাশদা'র মত হতে চেষ্টা করবে।

শিবু—বিকাশদাকে কেই না শ্রদ্ধা করে ? আমাদের ত একসঙ্গে পড়েছিল তবু কোনো দিন নিজেকে ওর সমান বলে মনে হয় নি।

নৃপেশের দাদাই কি ওকে কম সম্ভ্রম করত? ইস্‌কুলে যেদিন নৃপেশ ভর্ত্তি হল, সেই দিনই এসে বিকাশদাকে নমস্কার করে গেল। আমরা ত আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। পরে জানলুম, ওর দাদার মুখ থেকে ও বিকাশদার নাড়ীনক্ষত্রের খবর জেনে নিয়েছিল। ওরে! সুবোধ বাবু আসছেন—

[বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সুবোধ বাবুর প্রবেশ]

উভয়ে—প্রণাম সার।

সুবোধ বাবু—কৈ তোমাদের Captain কৈ এঁ্যা? বাদল বলছিল তোমাদের নাকি ভেতরে ভেতরে কি সব গোলমাল হচ্ছে?

শিবু—ও কিছু নয় সার।

মহিম—সুরেশ বল্‌ছে……

শিবু—ও সব বাজে কথা সার। আপনি আজ থাকবেন্ ত?

সুবোধ বাবু—না রে আমি আজ থাক্‌তে পারবনা। বিনোদবাবু ত আস্‌বেন? বিকাশচন্দ্র আছে—তোদের আর ভাব্‌না কি? কাজ আট্‌কাবেনা ত?

মহিম—(সগর্ব্বে) বিকাশদা আমাদের চালা'লে আমাদের কোন কাজই আটকাবে না সার।

সুবোধ বাবু—কিন্তু বিকাশকেই ত দেখ্‌ছিনা? সে কোথায়?

শিবু—তেতলায় কি সব হিসেব করচে। ডেকে দেব সার?

সুবোধ বাবু—না থাক। তোরা তাহলে বোস্—এঁ্যা, আমি একবার ওদিকটা ঘুরে আসি।

[সুবোধ বাবুর প্রস্থান]

শিবু—মহিম, তুই কি বোকা রে? আমাদের Corpsএর নিয়ম না যে কোন প্রাইভেট খবরই অফিসারদের মত না নিয়ে কাউকে জানানো হবেনা!

মহিম—কিন্তু উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন…

শিবু—বেশ ত, তুই ত আর ঠিক্ করে কিছুই জানিস্ না। যা ভাল করে' জানা নেই এমন খারাপ খবর বলাও অন্যায়, কারণ তা'তে অনর্থক ভয়ের সৃষ্টি করে। তুই বল্‌লেই পার্‌তিস্, সার বিকাশদা সব জানে আমরা জানিনা।

[সুবোধ বাবুর সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে সুরেশ প্রবেশ করলে। সুরেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে; প্রবেশিকা শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র ও বিকাশের প্রতিস্পর্দ্ধী কিন্তু প্রচণ্ড দাম্ভিক; সুবোধ বাবুর পিছনে সে ঘরে প্রবেশ কর্‌লে]

সুরেশ—এ কিন্তু সার অন্যায়। চাঁদা দেয় সব ছেলে অথচ সেই টাকা নিয়ে বিকাশ নিজের খুশীমত ব্যাভার করবে—এর প্রতীকার হওয়া উচিত।

সুবোধবাবু—খুশীমত ব্যাভার মানে সুরেশ ?

সুরেশ—তা নয়ত কি সার? আমরা বলেছিলুম ঐ চাঁদা দিয়ে এবার বাইরে থেকে ভাল লোক আনিয়ে Socialএ amusement জম্‌কালো করে তোলা যাক্। মিটিংএ দাঁড়িয়ে বিকাশচন্দ্র লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়্‌লে। আমরা সার অত বক্তৃতা দিতে পারিনা। তা'র ওপর আমাদের ত আর Volunteer corps নেই যে দলভারী করে মিটিংএ ভোট ভাঙ্গিয়ে নোব—

[বাইরে bugle এর শব্দ হল; মহিম ও শিবু সবেগে ঘর থেকে বাইরে গেল]

ঐ ঐ সার ভড়ং। যত বাজে ভড়ং লাগিয়ে কাজ সার !

সুবোধ বাবু—Volunteer fall-in হচ্ছে বুঝি ?

সুরেশ—আজ্ঞে হ্যাঁ। Drill হবে। মাঠে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুড়ে কি বাহাদুরী সার? খালি দল পাকাবার সুবিধে হয়। তার

ওপর আপনি বিকাশকে Captain করেছেন। গুমোরে ওর মাটিতে আর পা পড়ে না।

সুবোধ বাবু—তা তুমিও Volunteer corps এর মেম্বার হলেই পারতে ?

সুরেশ—ওসব বাজে সার। আমি হইনি ভালই হয়েছে, তা না হ'লে ঐ বিকাশের তাঁবেদারী করতে হ'ত ত ?

সুবোধ বাবু—সুরেশ যতদূর দেখছি বিকাশের ওপর তোমার বেশ আক্রোশ আছে।

সুরেশ—আক্রোশ নয় সার। আপনি বিকাশকে ভালবাসেন বলেই ও কথা বলছেন। আমরা সাদাসিধে বুঝি। অত ঢং আমরা ভালবাসিনা। যারা ঢং করে তাদের আমরা ঘেন্নাই করি।

সুবোধ বাবু—পরিতাপের বিষয় বটে, কারণ বিকাশ তোমায় ঘেন্না করে না।

সুরেশ—বিকাশকে আপনারা চেনেন না সার, তাই ওকথা বলছেন। প্রতিপদে ও আমাদের তুচ্ছ করে চলে যেন আমরা মানুষই নই। আজকের Socialএর ব্যাপারে বেশ দেখা গেছে। ক্লাশ এইট আর সেভেনে ওর চর আছে তাদের লাগিয়ে ও সব ভোট নিজের দিকে করে নিয়েছে···

সুবোধ বাবু—বটে ! বটে ! তা চরের সন্ধান তুমি পেলে কোথা থেকে ?

সুরেশ—(বিজ্ঞ ভাবে) আমাদের সার সব খবরই রাখতে হয়।

সুবোধ বাবু—বেশ ! বেশ ! তা চরটি কে ?

সুরেশ—ঐ নৃপেশ সার, আপনাদের বিকাশের ছোট edition।

সুবোধ বাবু—আহাহা তা নয়। বলি তোমাদের চরটি কে ?

সুরেশ—আমরা সার চরটর লাগাইনা।

সুবোধ বাবু—তাহলে ওদের চরটিকে ধরলে কেমন করে ?

সুরেশ—(অপ্রতিভ ভাবে) আমরা সার—এম্‌নি সার—নৃপেশ স্পষ্টই বলে বেড়ায় কিনা—

সুবোধ বাবু—যদি স্পষ্টই বলে বেড়ায় তাহলে তাকে চর বলছ কেন ?

সুরেশ—(জেদের সহিত) বিকাশের দোষ ত আপনারা দেখবেন্ না। তাই আমাদের ভুল ধরে আমাদের কথা গুলিয়ে মুখ বন্ধ করেন। কিন্তু এবার সার আমরাও দেখে নোবো। নাকীস্বরে কথা বলে দল পাকিয়ে কি কর্‌তে পারে দেখ্‌তে চাই। বিকেলেই দেখা যাবে বাছাধনের মুরোদ কত।

সুবোধ—(ভীষণ গম্ভীর) তার মানে সুরেশ ?

সুরেশ—(নিরুত্তর)

[নৃপেশের প্রবেশ ও সুবোধ বাবুকে প্রণাম করে নীরবে অবস্থান]

সুবোধ বাবু—কি সুরেশ, আমার কথাটার উত্তর কি ? (অল্পক্ষণ নীরব থেকে) বেশ বুঝেছি, দেবার মত সদুত্তর তোমার কিছু নেই। তবে এই কথাটা মনে রেখ—আজকের ব্যাপারটা ছেলেদের function। মাষ্টার ম'শায়রা এতে কোনো রকম interfere করবেন না। আজ যদি কোনো অন্যায় গোলমালের সৃষ্টি হয় সেটা তোমাদের দুর্ণাম। আমি যতদূর অনুমান করছি তুমি হয়ত আজ সভায় গোলমাল করবে, যদি কর সেটা তোমার পক্ষে খারাপ হবে। [যাবার জন্য অগ্রসর হলেন]

আমি চলে যাচ্ছি ; যাবার আগে এই কথাটা বলে যাই তোমার ঈর্ষ্যাটা যদি উগ্র হয়ে থাকে, বরং সরে' থেকো। বিকাশকে বাধা দিওনা। তার Moral power তোমার চেয়েও ঢের বেশী—সে তুমি ঘা না খেলে' হয়ত বুঝ্‌বে না। যাক্, এবার সে যা করছে করতে দাও, পরে অন্য কোন function এর বরং ভার নিও।

[চলে যেতে যেতে নৃপেশের দিকে ফিরে—]

তারপর Private (নৃপেশ attentionএ দাঁড়ালো) I wish your function a success. বিকাশকে বলো Forbearance is the weapon of the mighty ; একদিন বিকাশ আমার কাছে একটা মটো চেয়েছিল তখন এইটাই দিয়েছিলুম। এটা যেন ভুল না হয়।

নৃপেশ—(একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে) Captainকে জানাব সার।

সুবোধ বাবু—(প্রসন্ন কৌতুক হাস্যে) Thank you। আমি চল্লুম—

[সুবোধ বাবুর প্রস্থান]

নৃপেশ—এই যে সুরেশদা—

সুরেশ—Shut up !

নৃপেশ—ও বাবা ! কি হল, ব্যাপার কি ?

[গোকুল ও তা'র পশ্চাৎ গোপনের প্রবেশ]

গোকুল—ব্যাপারং বেশ পাকায়িতং। কেবলং সংস্কৃতং সংস্কৃতং আহা Chaste Bengali ; কদাচিত জোরস্বরে ইংরাজী বুক্লিং।

গোপেন—আহা হা সুরেশ ! হঠাৎ অমন ছোঁ মেরে' চট কেন ? বলি হাস্‌তেও কি বাধা ? ঠোঁট্ ফেটেছে কি ?

সুরেশ—দেখ গোপেন, তোমাদের মত ক্লাশ সেভেন এইটএর চ্যাংড়া ছেলেদের সঙ্গে ইয়ার্কী দেওয়া আমার অভ্যেস নেই। (নৃপেশের দিকে) পড়েন ত ক্লাশ এইটে ! ম্যাট্রিক্ ক্লাশের ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে ইয়ার্কী মার্‌তে আসা হয় !

গোকুল—Vely bad ! Vely bad ! যত চ্যাংড়া ম্যাট্রিক ক্লাশস্য ছেলেস্য স্কন্ধে হস্তং দিত্বা ইয়ার্কীং মারিতং। হা হতোস্মি ! অলম্ অতি বিস্তারেন। (নৃপেশের দিকে ফিরে কোমরে হাত দিয়ে অল্প কুঁজো হয়ে, নাকের নীচের দিকে চশমা টেনে) ভো চ্যাংড়া !

তোমার নাসিকার নিম্নে কিছুর উদ্গম হইয়াছে কি? তোমার দুগ্ধদন্তগুলি নিপতিত হইয়াছে কি? ঝটিতি উত্তর কর। তচ্ছ্রবনে জলন্ত কর্ণকুণ্ডকে শীতল করি! Out with it! নারায়ণং নারায়ণং! কেবলং সংস্কৃতং সংস্কৃতং, chaste Bengali‍ং and English phrases!

সুরেশ—নৃপেশ, আমি তোমায় warn করছি। তুমি খবর্দার আমার সঙ্গে কথা বোলোনা। ইয়ার্কী মারতে হয় বিকাশের কাছে গিয়ে মেরো—

নৃপেশ—আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ইয়ার্কী আমি দিইনি—

সুরেশ—আল্‌বাৎ দিয়েছ—Idiot।

গোকুল—নঃ নঃ Idiot; অতি অপঘন্য চলচ্ছক্তিরহিত দুর্দ্দান্ত সম্বোধন—

নৃপেশ—All right।

গোপেন—গোকুল, তুই থাম। সুরেশ, তুমি কি মনে করেছ? কি জন্যে তুমি নৃপেশকে Idiot বল্‌বে?

গোকুল—হেতু? তদ্ধেতু দর্শায়মান করো। নচেৎ শিক্ষক সমীপেষু, অবিমৃষ্যভাবে প্রণাম পুরঃসর করুণনয়নে নিবেদনমিদং করিষ্যামি—

সুরেশ—ওঃ আমার মাথা কাটা যাবে! কে কেয়ার করে? Rascal বিকাশের দালাল—একখানি চড়ে বছাধনকে টের পাইয়ে দোবো—

[চড় মার্‌লে; নৃপেশ ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

গোপেন—Take care সুরেশ—corpsএর কোন মেম্বারের গায়ে হাত তুল্‌লে তোমায় দেখিয়ে দেওয়া হবে—

সুরেশ—দেখিয়ে দেওয়া হবে! বাদসাহী হুকুম! I challenge। কে কি করতে পারে করুক।

গোপেন—যা করবার সুবোধবাবু করবেন—

সুরেশ—ওঃ নালিশ! যাও খোকারা যাও মাষ্টার মশায়ের কাছে কাঁদগে যাও—

গোপেন—বেরিয়ে যাও এখান থেকে—ইতর!

সুরেশ—আমি যাব না। Challenge! কি করতে পারিস কর—

[জামার আস্তিন গুটাতে সুরু করলে

গোপেন—Get out—

নৃপেশ—গোপেনদা' থাম। মাথা গরম কোরো না। যদি লেগে থাকে আমার লেগেছে। তোমরা গোলমাল বাড়িয়োনা। (মহিমের প্রবেশ ও বিস্মিতভাবে অবস্থান) সুরেশদা, আপনি এখান থেকে যাবেন কিনা বলুন?

সুরেশ—খোকা! আমি একপাও নোড়্বনা। এইটে শুনেছি তোমাদের Store-room হবে। এখান থেকে আমি একটি পাও সোরবনা। বুঝেছ খোকা?

[ইতোমধ্যে বিকাশ দ্বারের নিকট এসে দাঁড়িয়েছে]

বিকাশ—আমি কিন্তু এখনও বুঝিনি সুরেশ! তুমি নৃপেশকে যা' বল্‌ছিলে তা হঠাৎ আমার কানে গেল। তোমার যা বল্‌বার আছে আমাকে বল। আচ্ছা দাঁড়াও। 'Tention (নৃপেশ, গোপেন প্রভৃতি attentionএ দাঁড়ালো) তোমরা তেতলার ঘরে একটু অপেক্ষা কর—

গোপেন—একটা কথা captain—

বিকাশ—কি? বল—

গোপেন—(সুরেশের দিকে চেয়ে) এখানে একজন লোক থাকার দরকার—

বিকাশ—কেন? সুরেশ, লোক থাকার দরকার হবে কি? কি দরকার? কোন গোলমাল হলে সুরেশই ত আছে। তোমরা যাও—Go upstairs!

[সুরেশ ও বিকাশ ছাড়া সকলের প্রস্থান]

সুরেশ এইবার শুন্‌তে পারি কি অত উত্তেজিত হয়ে কি বল্‌ছিলে?

সুরেশ—যাই হোক্‌। তোমাকে আমি তা বল্‌তে বাধ্য নই।

বিকাশ—তুমি বাধ্য এমন কথা ত আমি বলছি না; আমি বন্ধুভাবেই তোমার কাছে জান্‌তে চাইছি।

সুরেশ—তোমার বন্ধুত্বের জন্যে কে কেয়ার করে সুরেশ? সেদিন মিটিংএ দাঁড়িয়ে যখন আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলে কৈ তখন তোমার বন্ধুভাব কোথায় ছিল?

বিকাশ—মিটিংএ সকলেরই নিজের বিশ্বাসমত কথা বলা উচিত। সভ্যরা যদি তোমার প্রস্তাব না নিয়ে আমার প্রস্তাব নিয়ে থাকে তাতে তোমার রাগ করা উচিত নয়।

সুরেশ—উচিত অনুচিত যখন তোমার কাছে শিখ্‌তে যাব তখন উপদেশ দিও,—বুঝেছ?

বিকাশ—আচ্ছা থাক্‌ সে কথা। সম্প্রতি একটা কানাঘুষো শুন্‌ছি তুমি নাকি মতলব করেছ আজ সামাজিক সম্মেলনের সব আয়োজন পণ্ড করে দেবে। কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যদি সত্যি হয় সুরেশ তাহলে তার চেয়েও ক্ষোভের আর কি হতে পারে?

[বাদল, বিভূতি, নরেন্দ্র দু'দিকের দরজায় এসে দাঁড়ালো; এরা সুরেশের অনুগত]

এই যে বাদল, বিভূতি, নরেন—তোমরাও এসেছ। ভালই,—

ভালই হয়েছে। কাল একজন আমায় খবর দিয়েছিল তোমাদের কে আজ সকালে আমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে,—যাতে এখানের সব কাজ গণ্ডগোল হয়ে যায়। যতদূর দেখ্ছি, আমায় সে মিথ্যেই একটা আতঙ্ক দেবার চেষ্টা করেছিল।

নরেন্দ্র—থাক্, থাক্ বিকাশ, বক্তৃতা থাক্। আমাদের সঙ্গে ভালমানুষটির মতন চল দিকিনি—

বিকাশ—(কিছুক্ষণ নীরবে অবস্থানের পর) বেশ, তার আগে কতকগুলো পাকা কথা হয়ে যাবার দরকার—

[মহিমের প্রবেশ]

মহিম—Captain, হারমোনিয়ম, সতরঞ্জি আর আলো এসে পড়েছে। মুটের ভাড়া চাই—চার আনা।

বিকাশ—Cash-boxএর চাবি নিয়ে যাও। হিসেব লিখে রাখ্বে। যা যা খরচ লাগবে দিও—

[মহিমের হাতে চাবি দিলে। বিকাশ মহিমের হাতে চাবি দিতেই বাদল মহিমের পথরোধ করে দাঁড়াল। বিভূতি এগিয়ে এসে বল্লে]

বিভূতি—চাবিটা আমায় দাও—

মহিম—(হাত মুঠো করে) কেন ?

সুরেশ—(এগিয়ে এসে মহিমের হাত চেপে ধরে) গায়ে যথেষ্ট জোর নেই বলে !

মহিম—(চীৎকার করে)—কিছুতেই দেব না।

সুরেশ—তোর ঘাড় দেবে—

[দুজনে ধস্তাধস্তি ; ইতোমধ্যে দরজায় গোকুল, গোপেন ও নৃপেশকে দেখা গেল। সুরেশ মহিমকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। বিকাশ এতক্ষণ যেন নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়েছিল]

বিকাশ—(গোপেন প্রভৃতির দিকে) তোমরা এখানে কেন ?

নৃপেশ—ওপর থেকে গোলমাল শুনে ভাবলুম কোনো দরকার পড়েছে।

বিকাশ—তোমাদের দরকার হলে আমিই তোমাদের ডাকতুম ; যখন ডাকিনি তোমাদের আসবার কোন দরকার ছিল না। ফিরে যাও—

নৃপেশ—আমায় থাকতে দিন Captain।

বিকাশ—Private ! obey the rule (অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোপেন, নৃপেশ গোকুলের প্রস্থান) মহিম. ওপরে যাও (মহিম চাবি নিয়ে বিনা বাধায় বেরিয়ে গেল) তোমরা সকলে বস, অনেক কথা আছে। (সকলে দাঁড়িয়ে রইল ঃ বিকাশ চু'পা পিছিয়ে গিয়ে প্রায় আদেশের সুরে বললে) তোমরা বস, সুরেশ বস--(সকলে যেন যন্ত্রচালিতের মতই বস্‌ল) তোমরা যা করতে এসেছ তা আমি বুঝেছি। তোমরা আজ জোর করে সব উৎসব পণ্ড করে দিতে চাও,—কেমন, তাই নয় কি বাদল ?

বাদল—হুঁ। একরকম তাই—

বিকাশ—কিন্তু এতে তোমাদের লাভ কি ? ভেবে দেখেছ কি যে আজকের এই উৎসব যদি পণ্ড হয় আমাদের স্কুলের সমূহ দুর্ণাম হবে। এই কলকাতায় আরও দশটা স্কুল আছে...

বিভূতি—ও সব কথা ভাব্‌বার আমাদের সময় নেই—

বিকাশ—আচ্ছা—আমার কথা শেষ করতে দাও। তোমরা কি চাও ? তোমরা চাও কি আমি এ ব্যাপারের সমস্ত ভার ছেড়ে দিই ? (সকলে নীরব) বেশ, আমি প্রস্তুত। তোমাদের নেতা সুরেশ এই ভার গ্রহণ করুক। আমি জানি সে যোগ্য। সে ভার নিলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাব। কেমন সুরেশ, তুমি ভার নাও—

[সুবোধবাবুর ব্যস্তভাবে প্রবেশ ; সকলে উঠে দাঁড়াল ও নীরবে নমস্কার করলে]

সুবোধবাবু—এই যে বিকাশ আমি ব্যস্ত হয়ে এসেছি। একজন ছেলে গিয়ে রাস্তায় আমায় বল্‌লে কি সব গোলমাল হয়েছে—

[সুরেশ, বাদল প্রভৃতি শঙ্কিত ভাবে বিকাশের দিকে তাকালে]

বিকাশ—কৈ সার, কিছুই ত হয়নি। সুরেশ, বাদল এরা সব কাজের ভার নিতে এসেছে, তাই এদের সঙ্গে বসে কাজের একটা প্রোগ্রাম তৈরী করছি—

সুবোধবাবু—তবে যে আমি শুনলুম—কে নৃপেশকে মেরেছে—

বিকাশ—কৈ সার, আমি ত কিছু জানি না। নৃপেশ কি কিছু বলেছে? সে কি নালিশ করেছে?

সুবোধবাবু—তার সঙ্গে ত আমার দেখাই হয়নি।

বিকাশ—(সুরেশ প্রভৃতির দিকে) তোমরা কেউ কিছু জান?

বাদল—কৈ আমরা ত কিছু জানি না……

বিকাশ—তা হলে সার, কিছুই হয়নি।

সুবোধবাবু—তুমি একবার নৃপেশকে ডাক ত।

বিকাশ—সে এখন বড্ড ব্যস্ত আছে সার। আপনি আমায় বলুন না, যা দরকার আমিই করছি—

সুবোধবাবু—আমি তার মুখে জান্‌তে চাই তাকে কেউ মেরেছে কিনা?

বিকাশ—আমি তাকে ডেকে আনছি— [বিকাশের প্রস্থান]

সুবোধবাবু—সুরেশ, বিকাশের কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। তোমরা যে ঝগড়া ভুলে একসঙ্গে কাজে লেগেছ এর চেয়ে সুখের আর কিছুই নেই। কে প্রথম মিট্‌মাট্ করলে?

বিভূতি—মিট্‌মাট আর কি সার! আমাদের সকলেই আজ বিকাশকে তাই বল্‌ছিলুম—

সুবোধবাবু—খুব আনন্দের কথা। কিন্তু একটি নীচু ক্লাশের ছেলে হঠাৎ গিয়ে আমাকে রাস্তায় ধরে বল্‌লে কে একজন নৃপেশকে মেরেছে। সে কিন্তু কিছুতেই নাম বল্‌তে পারলে না!

[বিকাশ ও নৃপেশের প্রবেশ]

এই যে নৃপেশ! একটি ছেলে আমায় বল্‌লে কে নাকি তোকে মেরেছে ?

নৃপেশ—কখন সার ?

সুবোধবাবু—একটু আগে.........

নৃপেশ—একটু আগে......ওঃ সার বুঝেছি। সুরেশদাতে আমাতে—হ্যাঁ সার সুরেশদা' আমায় ধর্‌তে গিয়ে পার্‌লেনা—তাই আবার—সে ত খেলা সার ?

[বাইরে গোকুলের গলা শোনা গেল]

গোকুল—(নেপথ্যে)—স্ফূর্ত্তিং কুরু ; পরীক্ষা সময়ে মা কুরু। তখন কেবলং সংস্কৃতং Chaste Bengaliং and [বল্‌তে বল্‌তে] ঘরে ঢুকেই সুবোধবাবুকে দেখে হঠাৎ জিভ্‌ কেটে দাঁড়াল। গোপেন সঙ্গে ছিল, মহিমও সঙ্গে এসেছিল]

সুবোধ বাবু—(সবিস্ময়ে) ও কি রে গোকুল ও কি বক্‌ছিলি ?

গোকুল—(অত্যন্ত লজ্জায়) ও কিছু নয় সার।

সুবোধ বাবু—না না। তুই কি যে বল্‌তে বল্‌তে ঢুক্‌লি ?

গোপেন—ও সার, সংস্কৃতে আর বাংলায় ফেল হয়েছে বলে দিনরাত কেবলং সংস্কৃতং, কেবলং সংস্কৃতং করে।

সুবোধ বাবু—বটেরে গাধা! দাঁড়া পণ্ডিতমশায়কে বলে দিচ্ছি। যাক, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চল্‌লুম। I am very glad. তোমাদের মধ্যে গোলমাল হয়েছে শুনে আমি একটু দুশ্চিন্তায়

পড়েছিলুম। সুরেশ যে আপনি এসে মিটিয়েছে এতেই আমার সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে। All right বিকাশ, আমি তোমায় congratulate করছি। ভাল একজন Assistant…

বিকাশ—Assistant নয় সার—Leader। আমাদের কথা হচ্ছিল সুরেশ সব চার্জ্জ নেবে—

[গোপেন, গোকুল, নৃপেশ সকলেই বিস্মিত ভাবে বিকাশের দিকে চাইলে]

সুবোধ বাবু—All right! As you may think fit…তাহলে সুরেশ হল নতুন Captain. But…all right আমি চল্লুম। সুরেশ I wish your leadership a grander success than Bikash's had been. চল্লুম বিকাশ।

[সুবোধ বাবুর প্রস্থান; সকলের কিছুক্ষণ নীরবে অবস্থান]

বিকাশ—তাহলে সবই ঠিক হয়ে গেল। সুরেশ তুমি চার্জ্জ নাও। হিসাব পত্র টাকাকড়ি যা আছে সব আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সুরেশ—না আমি চার্জ্জ নোব না।

বিভূতি—Certainly not.

বাদল—আমরা ত আর সুবোধ বাবুর প্রিয়পাত্র নই?

নরেন্দ্র—তোমার মতলব কি আর আমরা বুঝি না বিকাশ? এখন শেষ মুহূর্ত্তে কাজের চার্জ্জ ছেড়ে দিয়ে আমাদের হাতে ভার দিলে আমরা অপদস্থ হব, আর সবাই বলবে বিকাশ চার্জ্জে নেই বলেই এরকম হয়েছে। এইটি করাতে চাও। কেমন তাই নয় কি?

বিকাশ—নরেন তোমার হিসাবটা খুব কুটবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, ওরকম কোন মতলবই আমার নেই।

বাদল—তবে তোমার মতলব কি সেইটেই স্পষ্ট করে বল।

নৃপেশ—বিকাশদা! এদের সঙ্গে...

বিকাশ—চুপ কর নৃপেশ। বাদল, মতলব আমার কিছুই নেই ভাই।

সুরেশ—(অবজ্ঞার স্বরে বাদলের প্রতি) বিশ্বাস হয় না বাদল।

বিকাশ—বিশ্বাস হয় না সুরেশ? তুমি কি মনে কর তোমাদের অপদস্থ করায় আমার সুখ? কিসের লাভ? একবার ভেবে দেখ দেখি, আজকের সমস্ত আয়োজন পণ্ড হলে কত ক্ষতি? এযে ছেলেদের দুর্ণাম, আমাদের সকলের দুর্ণাম। তুমি কি ছেলেদের মধ্যে নও? বাইরের অনেক স্কুলের শিক্ষক আর ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তারা এসে দেখ্‌বেন সমস্ত বিশৃঙ্খল কাণ্ড। অগৌরব কি একা তোমারই হবে, আমার হবেনা? তাদের কাছে কে সুরেশ কে বিকাশ! সবাই ত তাদের কাছে সমান।

[কিছুক্ষণ চুপ করে রইল]

তোমরা চুপ করে আছ। আমার মনে আশা হচ্ছে তোমরা আমার কথার যুক্তি বুঝেছ। আর একটা কথা বলি সুরেশ। তুমি কি ভাব এই দলের পাণ্ডাগিরি করি আমি সুনামের জন্যে? প্রতি মুহূর্ত্তে আমায় কত সাবধানে চলতে হয়। প্রতিমুহূর্ত্তে আমায় ভাবতে হয়, যারা আমায় তাদের নেতা করেছে তাদের বিশ্বাসের যোগ্য আমি কি করে হব। কতদিন আমি বসে বসে ভাবি আমাদের এই অনুষ্ঠানকে আমরা কি করে ভাল করে তুল্‌ব। পড়ার ক্ষতি হয় বলে দাদা তিরস্কার করেন, নিজেও বুঝি এতে আমার নিজের লাভ কিছুই নেই। তবুও আমি ভাবি এমনি করেই আমাদের এক হতে হবে, এমনি করেই সঙ্ঘ গড়ে তুলতে হবে। স্কুলের সঙ্গে আমাদের

কটা দিনেরই বা সম্পর্ক!...কিন্তু এখন থেকে যদি এমনি আমরা দশজনে মিলে একটা কাজ চালাতে শিখি, পরে যখন এর চেয়ে বড় কর্ম্মক্ষেত্রে পড়্‌ব তখন বোধ হয় আরও ভাল করে কাজ চালাতে পারব। হয়ত এই Volunteer দলের চেয়ে বড় দল গঠন করবার ডাক পড়তে পারে।

সুরেশ—কিন্তু এ ত ছেলে খেলা! তুমি জেগে স্বপন দেখ্‌ছ।

বিকাশ—জেগে স্বপন দেখ্‌ছি? বোধ হয় তাই। কিন্তু সুরেশ, অন্য অনেক স্বপনের চেয়ে আমার এ স্বপন সুখের। তুমি জিনিষ-টাকে ছোট করে দেখছ; কিন্তু আমার বোধ হয় একটা দুর্ব্বলতা আছে, আমি কোন জিনিষকেই ছোট করে দেখ্‌তে পারি না। ছোট? হ্যাঁ এখন ত ছোটই আছে; কিন্তু তুমিও ত ছোট আছ। একদিন ত বড় হবেই। ছোটই ত বড় হয়, ছোটই ত বাড়ে; যে বড় সে ত বেশী বাড়েনা—

যাক, এসব হল আমার কথা। আমি এগুলো কাউকেই বলি না। কি জানি যদি ভুল বুঝে থাকি। আজও বলতুম্‌না। তবে বাদলের একটা কথায় বড় চম্‌কে উঠে ছিলুম। ও জিজ্ঞাসা করছিল 'আমার মতলব কি?' বাদল, মতলব আমার কিছু নেই ভাই! একমাত্র মতলব যদি থাকে, সে হচ্ছে আজ-কের এ কদর্য্য ঝগড়ার শান্তি করা।

গোপেন—সুরেশ, এর পরেও কি শান্ত হবে না? ঝগড়ার কোন কারণই নেই অথচ ঝগড়া থাক্‌বে?

বিভূতি—এখন আর হয়না। বড় দেরি হয়ে গেছে।

গোকুল—দেরী মানে?

বিকাশ—কোন ভাল কাজ দেরি হয়ে গেছে বলে মুলতুবী রাখা ত বুদ্ধির কাজ নয় বিভূতি। সুরেশ, এ তিনদিন ধরে প্রতিমুহূর্ত্তে

বিরোধের আশঙ্কা করে যে সময় কেটেছে—সে সময় কি সুখে কেটেছে ?

সুরেশ— তুমি কি সত্যিই captainship ছেড়ে দেবে ?

বিকাশ—নিশ্চয়, তুমি যদি ভার নাও। এখনও সময় আছে। বিভূতি বল্‌ছিল দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু...

বিভূতি—না দেরি মানে···

বিকাশ—কিন্তু কেন হবে না? মনের দিক থেকে যদি তোমাদের কোন দ্বিধা না থাকে বাইরের কোন বাধাই ত মান্‌বার দরকার হবে না।

নরেন্দ্র—তবে আসল কথাই বলি। তুমি যে খাবারের দোকানে কাল খাবারের অর্ডার দিয়েছিলে সেখান থেকে আর খাবার পাওয়া যাবেনা,—আমরা এই রকম বন্দোবস্ত করেছি।

বাদল—মোট কথা সে খাবার স্কুলের নাম করে দোকান থেকে আমরা টাকা দিয়ে নিয়ে গেছি—

গোপেন—কি ভয়ানক! এ যে পাষণ্ডের কাজ!

বিকাশ—কেন উত্তেজিত হচ্ছ গোপেন? সুরেশ, এই কি সত্যি ?

সুরেশ—সত্যি—

বিকাশ—আর? আর কি করেছ ?

সুরেশ—আরও অনেক কিছু করেছি বিকাশ, যা শুন্‌লে—তুমি···

বিকাশ—বল, বল—কি ভাব্‌ছ? শুন্‌লে আমি ভয় পাব? ভুল বুঝেছ। ভয় আমি পাব না, তুমি বল—

সুরেশ—ভয়ের কথা আমি বলিনি—আমি এম্‌নিই কাণ্ড করেছি যা শুন্‌লে তুমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে—

বিকাশ—মুখ ফিরিয়ে নেব ঘৃণায়! মহাভুল তোমার, তুমি বল—

সুরেশ—তোমার দাদা যাঁর আফিসে চাকরী করেন, তিনি আমাদের কাছে

নানা ঋণে ঋণী। তাঁকে দিয়ে তোমার দাদাকে Notice দিইয়েছি—

[সুরেশ মুখ নত করলে]

গোপেন—Devil ! সয়তান !

নৃপেশ—Get out—get out from here.

মহিম—এদের সঙ্গে মিট্‌মাট্‌—Never বিকাশদা।

বিকাশ—আস্তে।...সুরেশ, মুখ তোল, আমি ঘৃণায় মুখ ফেরাচ্ছিনা দেখ—না না মুখ তোল—একবার তোমার সঙ্গে আমার শেষ পরীক্ষা হয়ে যাক্। সুরেশ মুখ তোল—তোমার ভয় কি ? তোমার অজস্র অর্থ, আমি ত পথের ভিক্ষুক। যে দাদার তুমি সর্ব্বনাশ করেছ,তাঁর সামান্য আয়ের ওপর নির্ভর করেই আমাদের সংসার চলে—তোমার শক্তির কাছে আমি কি ! (অল্পক্ষণ নীরবে থেকে) কৈ ? তুমি মাথা তুল্‌লেনা ? তবে কি তোমার লজ্জা হয়েছে ? লজ্জা হয়েছে ? (বাদল প্রভৃতির প্রতি) তোমাদেরও কি তাই।

নৃপেশ—চলে এস বিকাশদা—চলে এস...

গোপেন—এদের সঙ্গে তোমার কথা বল্‌তে প্রবৃত্তি হচ্ছে বিকাশ ?

বিকাশ—কাদের ছেড়ে যাব ? কাদের সঙ্গে কথা কইবনা ? নৃপেশ, তোমার motto কি মুখের কথা ? তোমরা নিজেদের হারিয়ে ফেল্‌চ।

সুরেশ, ঠিক এই জন্যেই আমি বল্‌ছিলুম—তোমার মত যারা ধনী তাদেরই নেতা হওয়া সাজে। দৈন্যের কোন গৌরব নেই। যে গরীব সে শুধু স্বপ্নই দেখে। তুমি ঠিক্ বলেছিলে সুরেশ, আমি জেগে স্বপন্ দেখ্‌ছিলুম।......কিন্তু কি মধুর স্বপন্! আমি যে স্বপন দেখি তাতে দারিদ্র্যের কোন সমস্যা

নেই। আমার কল্পনার ভবিষ্যৎ জগতে, সহরের শানবাঁধান রাস্তায় যে হতভাগারা শীতে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে—তাদের বিভীষিকা নেই। একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্র হারিয়ে বিধবা মা কঠিন শীতে গঙ্গাস্নান করে একখানি মাত্র ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে খোলার ঘরে ফিরে আসেনা; শুশ্রূষা আর ওষুধের অভাবে মুমূর্ষু ছেলের বিছানার পাশে বসে জননী আপনার জন্মকে ধিক্কার দেয়না। দরিদ্রের কি ব্যথা তুমি কি বোঝ সুরেশ! আমার অসহায় দাদার তুমি সর্ব্বনাশ করেছ—

[সুরেশ সঙ্কুচিত হল]

না না, আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছিনা। এ তোমাদের খেলার মতন। তোমরা খেয়ালে মুহূর্ত্তের ঝোঁকে অবহেলায় ভ্রূকুঞ্চিত কর—দরিদ্রের সুখের সংসারে তার কালো ছায়া পড়ে; তুমি কি করে তা বুঝবে বল............ওঃ

[বিকাশ দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়াল ; তার সর্ব্বাঙ্গ তখন কঠিন]

বাদল—(ধীরে নিকটে গিয়ে) বিকাশ···বিকাশ !

বিকাশ—(মুখ তুলে ; উদাসভাবে) কি ? বল।

বাদল—বিকাশ, কি বলব তোমায় ? আমার অপরাধের ক্ষমা চাওয়াও আজ বিদ্রূপের মত শোনাবে। তুমি কি বিশ্বাস করতে পার্‌বে আমাকে ?

নরেন্দ্র—আমায় ক্ষমা কর বিকাশ—

বিভূতি—আমরা জান্‌তুম না বিকাশ এমন হয়েছে—

নৃপেশ—(অগ্রসর হয়ে হাত ধরে) বিকাশদা !

বিকাশ—(ক্ষীণহাসি হেসে) নরেন...বাদল···বিভূতি, তোমরা ক্ষমা

চাইছ···আমার কল্পনার জগতে অপরাধ নেই, ক্ষমার ছলনাও নেই। আমি বুঝেছি, আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, তোমরা আমার ব্যথায় ব্যথা হয়ে উঠেছ। আমি নিজেকে সাম্‌লাতে পারিনি—এখনও আমার অনেক শেখা বাকী আছে তাই অমন পাগলের মত বক্‌লুম। আমি তোমাদের কি ক্ষমা করব ভাই! আমার কল্পনার জগতে একটা মস্ত বিপ্লব হয়ে গেল। তোমরা আমার কাছে এসেছ। এ ত পরমানন্দ। ক্ষমার কথা তুলে এমন মিলনকে কে ফাঁকি করে দেবে?

বাদল—তুমি মহৎ বিকাশ!

বিকাশ—তুমি ভুল করছ বাদল। আমি অতি সাধারণ ছেলে। কিন্তু একি! এখনও যে সাম্‌নে অনেক কাজ বাকী···নৃপেশ···

নৃপেশ—বলুন বিকাশদা—

বিকাশ—সুরেশ, একি তুমি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছ? আমার কথা শুনে কি তোমার আঘাত লেগেছে? ওকি—তোমার চোখে জল? তুমি কাঁদ্‌ছ—!

গোপেন—বিকাশ, অন্যদিকে মন দেবার সময় হয়েছে—

নৃপেশ—বিকাশদা, কাজ বাকী আছে—

বাদল—বিকাশ আমাকে যদি কাজের ভার দেবার যোগ্য মনে কর আমাকে একটা কাজের ভার দিও।

বিকাশ—সুরেশ,—

সুরেশ—আমায় ছেড়ে দাও বিকাশ!

বিকাশ—আমি ত তোমায় ধরে নেই ভাই!

সুরেশ—বিকাশ ক্ষমা করো! আমায় ক্ষমা করো। আমায় যেতে

দাও। আর কখনও আমি তোমার সাম্‌নে আসবোনা—তুমি আমায় ক্ষমা করো!

বিকাশ—(সুরেশের দুই কাঁধে হাত দিয়ে) আমি তোমায় ক্ষমা করেছি ভাই সুরেশ! কিন্তু তুমি আমার সাম্‌নে আসবেনা কেন?

সুরেশ—আমি আস্‌বো না! আস্‌তে পারব না! বিকাশ আমার সব গোলমাল হয়ে গেছে, আমার আস্‌বার মুখ আর নেই!

বিকাশ—সুরেশ, তোমার দুঃখ হয়েছে। কিন্তু দুঃখ কিসের? আমার ক্ষতি হয়েছে বলে দুঃখ? পাগল! তুমি বড় ছেলেমানুষ সুরেশ। দুঃখ কি? মনে কর কোন রোগে দাদা যদি পঙ্গু হয়ে যেতেন—কি করতুম? তুমি যা করেছ তা অন্ধভাগ্যের আঘাত বলেই মনে করনা কেন। কৈ, আমি ত ক্ষোভ করছিনা?

সুরেশ—(রুদ্ধস্বরে) তুমি ক্ষোভ কর্‌ছনা—তুমি অন্য ধাতুতে তৈরী...

বিকাশ—আবার ভুল করছ সুরেশ। আমরা সব এক ধাতুতেই তৈরী। আমায় যেমন দুঃখ দিয়েছিলে এখন ত সেই দুঃখই তুমি পেলে। চল তুমি আমাদের নতুন লীডার, নতুন করে কাজ সুরু কর' যাক্‌—

সুরেশ—(রুদ্ধস্বরে) আমি আর leader হতে চাইনা বিকাশ।

বিকাশ—কিন্তু আমি তোমায় লীডাররূপে চাই। তুমি কি এ প্রার্থনা রাখ্‌বেনা? আমরা সবাই তোমাকে চাই···কেমন—তাই নয়?

গোপেন—(দৃঢ়ভাবে) না।

নৃপেশ—কখনই না।

বাদল—না আর নয়...

বিকাশ—(বিস্মিত) তোমরা চাওনা?...কিন্তু আমি চাই। আমি প্রাণপণে

মহিম—ক্ষমা করবেন বিকাশদা,—এ ব্যাপারে আপনার ইচ্ছা হলেও আমরা সে ইচ্ছা রাখ্‌তে পার্‌বনা।

বিকাশ—অর্থাৎ বিকাশদার ক্ষতি হয়েছে বলে' একটা অনুষ্ঠান যদি নষ্ট হয়—হোক। তোমরা কি মনে করেছ নৃপেশ আমার শেষ হয়ে গেছে? আমি ভেঙ্গে' পড়েছি—আমার আর আদেশ করবার, আদেশ পালন করবার, আর পালন করাবার শক্তি নষ্ট হয়েছে? —আমার একটা স্বপ্ন যদি ভেঙ্গে থাকে আর একটা স্বপ্ন দেখবার শক্তি কি আমার লুপ্ত হয়েছে?

নৃপেশ—কখনও লুপ্ত হয়নি বিকাশদা—এ আমরা জানি।

মহিম— কখনও লুপ্ত হবেনা বিকাশদা তাও আমরা শপথ করে বলতে পারি।

বিকাশ—তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের ইচ্ছা, তোমাদের নিষ্ঠা বার বার ব্যর্থ হলেও নূতন নূতন নেতার সৃষ্টি করবে। তাদের কাছে বিকাশ তুচ্ছ। আজ আমি এখনও তোমাদের সম্মতিক্রমে তোমাদের Captain।

নৃপেশ—একশোবার—

বিকাশ—তোমাদের Captain হিসাবে আমি আদেশ কর্‌ছি—যে সুরেশকে—

সুরেশ—আমায় একটা কথা বলতে দাও বিকাশ—

বিকাশ—বেশ বল।

সুরেশ—আমার মনে আজ সব ওলোটপালোট হয়ে গেছে। তোমরা আমায় ক্ষমা কোরো। নৃপেশ, বিশেষ করে' আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি—আজ তোমায় আমি নিজে অতি মূঢ়ের মত চড় মেরেছিলুম—

নৃপেশ—আপনার সে অপরাধের বিচার আমি করব না—

সুরেশ—দ্বিতীয় কথা,—বিকাশ আমাকে লীডার হতে বল্‌ছে। তোমরা আমায় ক্ষমা কর। বিকাশ যদি অনুমতি দেয় আমি তার সামান্য সহচর হিসেবে থাক্‌তে পারি—

বিকাশ—উত্তম। সুরেশ আমি ভাব্‌ছি—থাক্ সাম্‌নে এখন অনেক কাজ পড়ে আছে। তোমাদের মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তোমরা এখনও সুরেশের ওপর রাগ করে আছ।

গোপেন—রাগের কথা নয় বিকাশ; প্রবৃত্তির কথা।

নৃপেশ—আপনি কি আমাদের ছেড়ে যেতে চান বিকাশদা?

বিকাশ—ছেড়ে যেতে চাই! নৃপেশ...

আজ একটা কথা তোমাদের বল্‌ব আমার যিনি গুরু তিনি আমায় এই ব্রতে দীক্ষা দিয়েছেন—যে যদি কোন দিন কোন দলের নেতৃত্ব করবার জন্যে তোমার ডাক্ পড়ে আর সকলকে রেহাই দিও কিন্তু নিজেকে রেহাই দিওনা। সেদিন তাঁর এ কথা বুঝিনি কিন্তু আজ বুঝ্‌ছি। আজ্‌কের এই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত মনটা বিমুখ হয়ে বসেচে। যুদ্ধ ক্ষেত্রের সৈন্যেরা মাঝে মাঝে যেমন যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে চায় বলে পড়া যায়—সেই রকম। সমস্ত মনটা যেন বিশ্রামের জন্যে, শান্তির জন্যে ক্ষুধার্ত্ত হয়ে উঠেছে। মন আজ সত্যিই রেহাই চাইছে—কিন্তু আমার ব্রত তোমাদের আশীর্ব্বাদে যেন সফল হয়! আজ আমি মনকে রেহাই দেব না। একটু আগে লোভ হয়েছিল সুরেশকে লীডার করে দিয়ে, আমি সরে দূরে চলে যাব—কিন্তু তা হবার নয়। এই আমার নিয়তি, এই আমার কর্ত্তব্য—

[অল্পক্ষণ নীরবে অবস্থান]

তোমরা আমায় ভালবাস,—তোমরা আমায় উঁচুতে বসিয়ে

রেখে যে আনন্দ পাও জানিনা তার কতটা যোগ্য আমি! আজ সেই কথা স্মরণ কর! মনে কর আজ আমাদের সমস্ত দলের একটা ভীষণ পরীক্ষার দিন। এদিনে তোমরা কি আমার আদেশ পালন করবেনা?...

ওটা আমার প্রশ্ন নয়। আমি জানি তোমরা আমার আদেশ পালন করবে। আজ সেই গভীর বিশ্বাসে—যাদের আমি সেবক সেই বাহিনীর যারা প্রধান তাদের কাছে আমার আদেশ রইল, সুরেশকে, বাদলকে, নরেন ও বিভূতিকে আমাদের দলভুক্ত করা হোক—

গোপেন—এ আদেশ পালিত হবে।

মহিম—আপনার আদেশ শিরোধার্য্য বিকাশদা।

নৃপেশ—আপনার আদেশই আমরা মেনে নিলুম।

যবনিকা

ভাবী বিদ্যালয়

পাত্রগণ

ভাবী বিদ্যালয়ের ছাত্র	৪৯ঘ (নাম বজ্রপাণি)
	৪৩ঘ (নাম বিরূপাক্ষ)
	১১বৃ
	১৭গা
	ঘোষণানাথ
	বীণকণ্ঠ
	খাম্বাজ কুমার
ভাবী বিদ্যালয়ের শিক্ষক	ঝ-শিক্ষক (নাম সন্তোষ বাবু)
বিদ্যাসাগরী আমলের লোক	হরিচরণ (বৃদ্ধ ব্যক্তি)
	কালীপদ (যুবক)

বিদ্যালয়ের দারোয়ান, বিজ্ঞাপন-বাহক ও ছাত্রগণ

দৃশ্যঃ বর্তমান কাল থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেকার একটি বিদ্যালয়ের পাঠনা-কক্ষ।

সময়ঃ ঘটনার সূত্রপাত এক অপরাহ্ণে—দু'টো বাজতে কিছু দেরি আছে এমন সময়ে এবং তার সমাপ্তি বেলা আড়াইটের কিছু পরেই।

ভাবী-বিদ্যালয়

[একখানি ঘর। পিছনদিকে বাঁ কোণে একটা দরজা। ডানদিকের দুই কোণে দুইটা দরজা। বাঁদিকে একটী মাত্র দরজা। ঘরের মধ্যে দশখানি চেয়ার। একখানি ডবল বেঞ্চ। একটী হারমোনিয়ম। একটা stand। দেওয়ালে নানাপ্রকার ছবি ও ইস্তাহার।

বাঁদিকের দরজা দিয়ে এই ঘরে প্রবেশ করলে হরিচরণ। বয়স প্রায় ৬০। গায়ে সাদা চাদর, পায়ে চটি। সামান্য দাড়ী আছে। তার পশ্চাতে এল কালীপদ বয়স প্রায় ৩৫। কালো, স্থূলকায় উচ্চকণ্ঠ।]

হরিচরণ—হরিপদ বল্লে এই বাড়ীটায় একটী স্কুল হয়েছে। কিন্তু এ ঘরটীত মাষ্টার মশায়দের বলে মনে হচ্ছে। এতগুলি চেয়ার—মাঝখানে একটী ডব্‌ল বেঞ্চি।—ঘরের দেওয়ালে কি সব মটো টাঙানো রয়েছে। (মনোযোগ দিয়ে ইস্তাহারগুলি দেখে) —কি ? ও বাবা এর মানে কি ? ওহে কালীপদ—

কালীপদ—আজ্ঞে—

হরিচরণ—বলি তোমার ভুল হয়নি ত ?

কালীপদ—আজ্ঞে না, আমি ঠিক খবর নিয়েছি, এইটাই ত স্কুল-বাড়ী।

হরিচরণ—কিন্তু দেওয়ালে ও সব কি সর্ব্বনেশে কথা লেখা—পড়, পড়—

"শিক্ষকগণ স্মরণ রাখ্‌বেন ছাত্রদের তোষবিধান করাই তাঁদের কর্ত্তব্য—"

আবার তার পাশেই দেখনা—
"মনে রাখ্‌বেন যাদের পড়াচ্ছেন তারাই আপনার ইহকালের ভরসা তারাই আপনার আশ্রয়; তারা যদি রোষবশে বিনাদোষে আপনাকে যন্ত্রণা দেয়, তার জন্য ক্ষোভ কর্‌বেন না।"
একি কালীপদ, তুমি কি এই বুড়োকে শেষে পাগ্‌লা গারদে এনে হাজির কর্‌লে?—

কালীপদ—আজ্ঞে না। আমি ত ভাল করেই খবর নিয়েছি। পাড়ার সবাই বল্‌লেন, এইটাই ত স্কুল।—

[দুজন কিশোরের প্রবেশ]

বিরূপাক্ষ—আপনারা কাকে খুঁজ্‌চেন?

হরিচরণ—আমরা হেড্‌মাষ্টারকে চাই; তুমি কি এখানকার ছাত্র?

বিরূপাক্ষ—দেখুন আমাদের এখানে কোন ছাত্রকেই তুমি বলে কথা বলবার রীতি নেই। এটা বোধ হয় জানেন না—

ব্রজপাণি—সম্ভব জানেন না। দেখে মনে হয় উনি বিদ্যাসাগরী আমলের লোক—

হরিচরণ—কথাটা বুঝলাম না বাবা?

বিরূপাক্ষ—(উত্তেজিত ভাবে) বাবা কি মশায়?

ব্রজপাণি—বাবা বল্‌ছেন কাকে? কি অসভ্য!

হরিচরণ—ওঃ বাবা কি সর্ব্বনাশ!

বিরূপাক্ষ—কি সর্ব্বনাশ? ফের বাবা!

কালীপদ—ওরে বাবা এ কি ব্যাপার!

ব্রজপাণি—এও বলে যে! এদের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। তবে আমার মনে হচ্ছে লোকটা পাড়াগেঁয়ে। আমরা স্কুল কলেজে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছি তা জানে না—

ও মশায়, আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? আমাদের বেপরোয়া 'বাবা', 'বাবা' বল্‌ছেন। আপনার পিতাঠাকুর তা শুনলে গর্ব্বে কি তাঁর বুকখানা দশ হাত হয়ে যাবে?—

হরিচরণ—কেন অপরাধ কি করলুম তা'ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।—

বিরূপাক্ষ—কথাটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে যদি "ও ছেলে" বলে ডাকি আপনার কেমন লাগে?

হরিচরণ—কিন্তু ছেলে বলেই বা ডাক্‌বে কেন?

বজ্রপাণি—কিন্তু আপনিই বা আমাদের বাবা বলেন কি সম্পর্কে?

হরিচরণ—কালীপদ! বলি তুমি ঠিক খবর নিয়েছ ত? সন্তোষ বাবু এইখানেই কাজ করেন?

কালীপদ—এদেরই জিজ্ঞাসা করা যাক্ না। কিন্তু এদের কি বলে ডাকা যায়?

বিরূপাক্ষ—কেন আপনার কি জানা নেই আমি ৪৩ঘ?

হরিচরণ—(বিস্মিত) ৪৩ঘ?

বজ্রপাণি—আজ্ঞে হাঁ। আর বোধ হয় জানেন না আমি ৪৯ঘ।

হরিচরণ—না জানতুম না। তবে এখন উপলব্ধি করছি।

বজ্রপাণি—মশায়কে দেখে মনে হয় এক শতাব্দী আগেকার বিদ্যা-সাগরী আমলের লোক। আমাদের এই সহরের প্রত্যেক ছাত্রের একটী করে বিশিষ্ট নম্বর আছে। সেই নম্বর অনুসারে আমাদের ডাকা হয়।

কালীপদ—বেশ! ৪৩ঘ মশাই। এখানে সন্তোষ বাবু নামে কোন শিক্ষক পড়ান কি?

বিরূপাক্ষ—বুঝেছি আপনি আমাদের ঋ শিক্ষকের কথা বল্‌ছেন—

হরিচরণ—কার কথা?

বজ্রপাণি—'ঝ' শিক্ষক। আপনারা যে নামটী বল্লেন ওটী তাঁর পোষাকী নাম বটে।

হরিচরণ—'ঝ' শিক্ষক কি? তিনি ত ইংরাজী পড়াতেন?

বিরূপাক্ষ—ইংরাজী তিনি এখনও পড়েন—

হরিচরণ—পড়েন বল্‌ছি না। পড়ান কি না তাই জান্‌তে চাই—

বজ্রপাণি—আরে মশাই, আমাদের স্কুল আগেকার মত অকেজো স্কুল নয়। আমাদের এখানকার নিয়ম শিক্ষকেরা পড়ে যাবেন।

হরিচরণ—আর ছাত্রেরা?

বিরূপাক্ষ—তারা শুন্‌বে। যদি খুসি হয় প্রশ্ন করতে পারে। যে বিষয়ে পড়া হচ্ছে সে বিষয়ে শিক্ষকের জ্ঞান গভীর কি না জানবার জন্যে।

কালীপদ—ছেলেরা তা হলে এখানে পড়ে না?

বজ্রপাণি—আজ্ঞে না। আপনাদের কালে আপনারা ডবল বেঞ্চিতে বসে, শিক্ষকদের নির্য্যাতন চুপ করে সহ্য করতেন। চেয়ারে বসে তারা ধরাকে সরাজ্ঞান করত। এক একজন নির্ম্মম অত্যাচারী, ছাত্রঘাতী নররাক্ষস হয়ে উঠ্‌ত। সে সব আমরা আমূল সংস্কার করেছি। এখন জ্ঞানের যুগ। যাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য শিক্ষকেরা আছেন তাদের গরু-বাছুরের মত দেখ্‌লে আর চল্‌বে না। এখন তাই এই ডবল বেঞ্চে শিক্ষককে বস্‌তে হয়—আর আমরা ছাত্রেরা বসি চেয়ারে।

কালীপদ—ওঃ বাবা! না থুড়ি! তা যাই হোক্—আপনাদের 'ঝ' শিক্ষক মানে যদি সন্তোষ বাবু হয় ত তিনি কখন আস্‌বেন?

বিরূপাক্ষ—'ঝ' শিক্ষক মানে সন্তোষ বাবু নয়। আমাদের যেমন সংখ্যানুক্রমিক পরিচয় আছে শিক্ষকদের তেমনি বর্ণানুক্রমিক পরিচয় আছে। তাঁর বর্ণ হচ্ছে 'ঝ'।

হরিচরণ—চমৎকার! তা তিনি কখন আসবেন?

বজ্রপাণি—তিনি এলেন বলে। এতক্ষণ বোধ হয় বিজ্ঞাপন তৈরী হয়েছে।

কালীপদ—কিসের বিজ্ঞাপন আবার?

বিরূপাক্ষ—আজকের পাঠ্যের। আপনারা দেখ্‌ছি আমাদের Psychological system of educationএর কিছুই জানেন না—

হরিচরণ—তাইত জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

বজ্রপাণি—কি করে আর জান্‌বেন বলুন! আপনাদের কালের বিবরণ ত আমরা পড়েছি। সেকালের শিক্ষা পদ্ধতির বর্ণনা পড়লে আমাদের গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে। শিক্ষকমশাই ঘরে ঢুকতেন, চেয়ারে বস্‌তেন, আর নিজের খুসী ও রুটিন মতন পড়িয়ে যেতেন। ছেলেদের তা ভাল লাগুক আর নাই লাগুক। ছাত্রদের মনে একটা জলন্ত কৌতূহল জাগিয়ে তোল্‌বার কোনও চেষ্টাই কর্‌তেন্‌ না। এখন আর সে হবার জোটি নেই।

কালীপদ—তাহলে এখন কি হয়?

বিরূপাক্ষ—এখন শিক্ষককে মাথা ঘামিয়ে নানা কৌশল বার করতে হয় যাতে ছাত্রের মনে একটা আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্‌তে পারে—

হরিচরণ—সেটা এখন কি প্রকারে হয়?

বজ্রপানি—আরে মশায়, একটু ভেবে দেখলেই ত উপায়টা ধরা

পড়ে। আপনাদের সংবাদপত্রও ত শিক্ষার একটী উপায়। সেটীকে মনোজ্ঞ করা যায় কি করে?

হরিচরণ—ভাল ভাল চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ দিয়ে—

বিরূপাক্ষ—চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ যে আছে তা লোকে জান্‌বে কি করে?

কালীপদ—কেন পড়ে।

বজ্রপাণি—সেকেলে লোক কিনা কিছুতেই মাথায় ঢোকে না যে লোকের পড়ার অভিরুচি অমনিই হয় না।

বিরূপাক্ষ—বিজ্ঞাপনের জোরে মশায়, বিজ্ঞাপনের জোরে; এই সোজা কথাটা মাথায় আসে না।

হরিচরণ—তা বটে! কিন্তু স্কুলে আবার বিজ্ঞাপন কি?

বজ্রপাণি—আরে মশায় যাকে নিয়ে কারবার তাকেই ত বিজ্ঞাপনের চটকে মুগ্ধ করতে হয়। ইস্কুলে কত uninteresting বিষয় ছেলেদের শুনতে হয়। শিক্ষকের এখন কাজ হচ্ছে শোনাবার আগেই বিষয়টির মনোজ্ঞ বিবরণ ছেলেদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। ছেলেরা যদি তা পড়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে তাহলেই শিক্ষকদের লাভ। কারণ সেদিন ক্লাস হয় আর তাঁরা কিছু অর্থলাভ করেন। ছেলেরা যদি পড়্‌বার আগ্রহ বোধ না করে—সেদিন পড়ানো হয় না। শিক্ষকেরও কোন লাভ হয় না। Pure business basis! একেবারে scientific! শিক্ষকদের আর কিছু না করে মাইনে পাবার যো নেই।

বিরূপাক্ষ—এই যে সন্তোষবাবুর বিজ্ঞাপন আন্‌ছে—

[একটী লোক মস্ত বড় একটি পোষ্টার নিয়ে হাজির হোল। পোষ্টারর উপর বড় বড় অক্ষরে নিম্নমুদ্রিত ইস্তাহার লেখা। বজ্রপাণি 'পড়ুন' 'পড়ুন' বলে উচ্চৈস্বরে আবেগের সহিত পড়তে সুরু করলে]

বজ্রপাণি— **Help !**

Murder !!

Wholesale massacre !!!

Big sentence dismembered !!!!

Cut into Parts !!!!!

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেছে মহামতি নেস্‌ফিল্ড (পাণিনির বংশধর না হয়েও ইনি ব্যাকরণ ব্যবসায়ী) সেণ্টেন্স্‌গুলিকে খণ্ড বিখণ্ড কর্‌ছেন। এই নৃশংস কার্য্যের নাম দিয়েছেন analysis of sentence ! হায় পবিত্র আর্য্যভূমিতে একি বর্ব্বরতার আমদানী। Nesfield সাহেবের কি পদ্ধতি সে বিষয়ে আজ 'ঝ' শিক্ষক আলোচনা কর্‌বেন।

সকলে আসুন এই **ভীষণ নৃশংস ব্যাপার** স্বচক্ষে দর্শন করুন।

বিরূপাক্ষ—দেখ্‌ছেন? শিক্ষক কিরকম ভাবে কৌতূহল উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা কর্‌ছেন?

হরিচরণ—হুঁ দেখছি বটে। (বজ্রপাণির প্রতি)—৪৯ বায়ু নাকি নাম আপনার?

বজ্রপাণি (৪৯ ঘ)—মশায় কি পরিহাস কর্‌ছেন?

হরিচরণ—না না পরিতাপ কর্‌ছি—আপনাদের কালে জন্মাইনি বলে।

[নেপথ্যে থেকে গান গাইতে গাইতে একটী বালকের প্রবেশ]

বীণকণ্ঠ— আমরা হলুম ভবিষ্যতের বংশধর
সেকালের সব গুরুমশাই
এক একটীতো ছিলেন কশাই—

বিপদ ছিল ক্লাসে বসা কাঁপত বুক থর থর।
আমরা সেই ভবিষ্যতের বংশধর।

Teacherগুলো ছিল Butcher
বেত্রহস্ত যমাবতার
পৃষ্ঠদেশে জ্ঞান বিলোতেন মুষ্টি দিয়ে কর্ণ'পর
বিপদ ছিল ক্লাসে বসা কাঁপত বুক থর থর।
আমরা সেই ভবিষ্যতের বংশধর।

Taskএর ঠেলায় হাঁকডাকে
পড়ত মনে বাপ মাকে
চক্ষু দিয়ে পড়ত অশ্রু সুস্থ দেহে আসত জ্বর।
বিপদ ছিল ক্লাসে বসা কাঁপত বুক থর থর।
আমরা হলুম ভবিষ্যতের বংশধর।

হরিচরণ—বটে! বটে! তা এখন কি দাঁড়িয়েছে?

বিরূপাক্ষ—হায়! সেকালের ভূত কিছুই জানে না।

বীণকণ্ঠ—এখন স্বরাজ, সাবেক কাল সব রদ হয়েছে ভাই
চলবে না আর জারি জুরী
মাষ্টারদের আর গাজুয়ারী
চোখ রাঙিয়ে করবে শাসন এমন গুরু নাই।
এখন স্বরাজ, সাবেক কাল সব রদ হয়েছে ভাই।
এখন ছাত্রেরা সব চক্ষু রাঙায়, শিক্ষকেরা কাঁপে
Task দেয় সব ছেলের দলে
শিক্ষকেরা লিখেই চলে
অশ্রু গড়ায় চোয়াল বয়ে—"Do or die"
এখন স্বরাজ, সাবেক কাল সব রদ হয়েছে ভাই।

[হরিচরণের একপাশে বিরূপাক্ষ আর পাশে বজ্রপাণি দুই দিক দিয়ে ঝাকানি দিয়ে]

বজ্রপাণি—কেমন বুঝলেন মশাই ?

হরিচরণ—বিলক্ষণ। আপনাদের উভয়ের ঠেলায় হাড়ে হাড়ে বুঝতে সুরু করেছি। [অকস্মাৎ ঘরে চার পাঁচটী ছেলের আবির্ভাব]

বজ্রপাণি—(হরিচরণকে ছেড়ে দিয়ে) বসুন বসুন এখুনি ক্লাস সুরু হবে। সবাই এসে পড়েছে। আহা আহা এই চেয়ারেই বসুন না।

[হরিচরণ ও কালীপদ ও অপরাপর সকলের চেয়ারে উপবেশন অকস্মাৎ নেপথ্যে থেকে করুণ বিলাপের সুরু—]

আহা ! আহা ! আহা ! অহো ! অহো !

হরিচরণ—(ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাকুলস্বরে) কি হোলো ! কি হোলো !

বজ্রপাণি—আরে বসুন না মশাই। এই ত পড়া সুরু হল।

কালীপদ—পড়া সুরু হল ? ও বাবা ! না না না না থুড়ি।

[মাথায় করাঘাত ও বিলাপ করতে করতে সন্তোষ বাবুর প্রবেশ]

সন্তোষবাবু—হায় ! হায় ! সরল বাক্যগুলির কি দুর্ভাগ্য ! উঃ ! উঃ ! এক নৃশংস ইংরাজী ব্যাকরণ-বিভীষিকা—সরল, অকপট বাক্যগুলিকে খণ্ড বিখণ্ড করেছেন [ডবল বেঞ্চিতে কাতরভাবে বসে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন]

বজ্রপাণি—(হরিচরণের প্রতি) কি মশায় কি রকম লাগছে ?

হরিচরণ—বেশ।

সন্তোষ বাবু—হে সংখ্যাগণ—

কালীপদ—হে কী গণ ?

বিরূপাক্ষ—আরে বসুন না মশায়। আমাদের এক একটী সংখ্যা আছে ভুলে যাচ্ছেন কেন।

হরিচরণ—বস কালীপদ বস।

সন্তোষ বাবু—সেদিন এক দুর্ঘটনা শুনে অবধি আতঙ্কে একেবারে অসাড় হয়ে যাচ্ছি। সেদিন শুনলুম লেকক্ সাহেব খবর দিয়েছেন—একটী Straitght line fell perpendicularly on another unhappy straight line lying peacefully on the ground between A and B. The result was that the unhappy straight line was cut in two. Oh! When I think of it! I cannot think of it

[নীরবে শোকার্ত্তভাবে অবস্থান]

বিরূপাক্ষ—(হরিচরণের প্রতি) কি মশায় কি রকম exciting দেখেছেন। আপনাদের সময়ে এমন ছিল ?

হরিচরণ—রাম বল—

বজ্রপাণি—Horrible! রাম !! সেই ভদ্রলোক যিনি পঞ্চবটী বনে জয়দ্রথের সঙ্গে পাশাখেলে দ্বাদশ বৎসর আত্মহত্যা করে-ছিলেন। তাঁর নাম—ছি ছি ছি! ছি ছি !—সেই নাম! এই বাড়ীতে!

কালীপদ—ওঃ বাবা! না না না থুড়ি।

সন্তোষবাবু—এই ব্যাকরণ-গণ্ডারের বিশেষ পরিচয়ের দরকার নেই। আপাততঃ তার কুকীর্ত্তির বিবরণ আমি দেব। ইনি বলেন প্রত্যেক Sentenceএর কতকগুলি অবয়ব আছে। সেগুলির নাম Subject! Adjunct to subject! Predi cate ও Adjunct to Predicate : এগুলি আপনাদের মনে রাখতে হবে। (বক্তৃতার ভঙ্গীতে ঘুসি পাকিয়ে) subject কাকে বলে? subject হচ্ছে তাই যা object নয় project নয়, inject নয়, interject নয়, তাই subject খালি sub and ject এবং subject এবং subject।

হরিচরণ—(উঠে দাঁড়িয়ে) কি সর্ব্বনাশ ?

বজ্রপাণি—আরে বসুন না মশায়। এত অল্পেই excited হচ্ছেন কেন ?

[হরিচরণকে জোর করে বসিয়ে দিল]

সন্তোষবাবু—এই subject হচ্ছেন কর্ত্তা। ইনিই করেন। ইনিই বাক্যের নায়ক, ইনি সার্ব্বভৌম, ইনিই হচ্ছেন—1 the centre of the circle ইনিই হচ্ছেন—ইনিই—

বিরূপাক্ষ—বেশ বেশ আমরা বুঝেছি।

সন্তোষবাবু— (কৃতজ্ঞভাবে) আমি অনুগৃহীত হলুম। এবার দ্বিতীয় অবয়বের কথা, Adjunct—Adjunct to Subject !

জনৈকছাত্র—(দাঁড়িয়ে উঠে ছাত্রদের প্রতি) ঝ শিক্ষক বল্লেন Adjunct। কথাটি অত্যন্ত শ্রুতিকটু। যেন নীরব হুহুঙ্কারের মতন। আমি প্রস্তাব করছি কথাটি বদলে দেওয়া হোক।

দ্বিতীয় ছাত্র—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা ঠিকই বলেছেন। কথাটী শ্রুতিকটু। তবে তাঁর উপমার একটু ভুল আছে। Adjunct কথাটী শুনে আমার মনে হোল যে লক্ষ ছারপোকার গর্জ্জন আমার কর্ণ পটাহকে ভেদ করলে।

কালীপদ—(পশ্চাৎ দিকের চেয়ার থেকে) মাগো—

বিরূপাক্ষ—১১বৃ ও ১৭গা যা বল্লেন তা অতিশয় নিদারুণ সত্য। 'ঝ' শিক্ষককে আমরা আদেশ জানাচ্ছি ঐ অশ্রাব্য কটু কথাটী যেন আর দ্বিতীয়বার' বলে আমাদের সুললিত কর্ণকুহরকে উত্তেজিত না করেন।

সন্তোবাবু—১১ বৃ...

হরিচরণ—ষ—.

সন্তোষবাবু—এবং ১৭ গা...

কালীপদ—ধা—

সন্তোষ বাবু—যা বল্লেন তা সত্য। একথাটী যখন আমি প্রথম শুনি তখন তিনবার বমি করেছিলুম। তিনবার শয্যাগ্রহণ করেছিলুম। কিন্তু কালক্রমে সবই সহ্য হয়ে যায়। ইংরাজী ব্যাকরণ-ষণ্ডের তাড়নায় পিতৃনাম স্মরণে আসেনা—জীবন বর্ত্তমানেও মৃতবৎ বোধ হয়। শুদ্ধ আপনাদের মঙ্গলের জন্যই—

১৭গা—আমি ঘোরতম আপত্তি করছি। ঝ শিক্ষক আমাদের মঙ্গলের জন্য কি অধিকারে ব্যস্ত হয়েছেন? এ তাঁর অনধিকার। তাঁর এই ধৃষ্টতার জন্যে সমুচিত শিক্ষা হওয়া উচিত। আজ ছুটির ঘণ্টার পর তাঁকে আধঘণ্টা confined থাকতে হবে।

কালীপদ—ওঃ—না না থুড়ি।

সন্তোষ বাবু—(কাতর ভাবে) হে সংখ্যাগণ আপনারা আমায় মার্জ্জনা করবেন। আপনাদের মঙ্গলচিন্তারূপ দুরভিপ্রায় আমার ছিল না। ওটা আমার রসনাস্খলন হেতু ধৃষ্ট শুনিয়েছে।

[একটি কিশোর একখানি খাতা হাতে ঘরে প্রবেশ করলে। তার আগমনে ঝ শিক্ষক উঠে দাঁড়ালেন। এই কিশোরের নাম ঘোষণানাথ। ঝ শিক্ষককে ইঙ্গিতে বসতে বলে হাতের খাতা থেকে ইনি এক ইস্তাহার পড়তে সুরু করলেন]

ঘোষণানাথ—'এত দ্বারা শিক্ষকগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী কল্য বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। অদ্য বৈকালে মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতা সুরু হইবে। ছাত্রগণ যেন সর্ব্ব-কণ্ঠে যোগদান করেন এই প্রার্থনা জানানো হইতেছে।'

ঝ শিক্ষক—(ঘোষণানাথের প্রতি) আমার একটী নিবেদন আছে। আমি confined আছি সেইজন্যে খেলতে পারব না।

১৭গা—আচ্ছা আজ স্কুলের সুনামের জন্য আপনাকে ক্ষমা করা গেল।

১১বৃ—আর ব্যায়াম ব্যতিরেকে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অতএব আপনাকে মাপ করা গেল।

বজ্রপাণি—নিশ্চয়ই। ঋ শিক্ষক না খেল্‌লে left lineটাই মাটি হয়ে যাবে। আর তার উপর দুজন অতিথি আছেন। আশা করি তাঁরা খেলায় যোগদান করবেন আমাদের সঙ্গে।

১৭ গা—(হরিচরণের প্রতি) কি মশায়! খেলায় যোগ দিচ্ছেন ত?

হরিচরণ—আমি বুড়ো হয়েছি; একটু জোরে হাঁটলে দম ছুটে যায়; আর তার উপর কোনদিন খেলিনি। তবে কালীপদ ভাল গুলি ডাং খেল্‌তে পারত, শক্তও আছে। ওকে নিয়ে আমায় রেহাই দিন।

১১ বৃ—বুড়ো হয়েছেন, তাতে কি হয়েছে? আপনার যোগদান করতে দোষ কি?

হরিচরণ—বলে আমি কোন কালেই পা ছোঁয়াই নি; আমি আবার খেলব কি করে?

১৭ গা—ওহে ১১ বৃ! আমি বুঝেছি; ইনি বোধ হয় সব গোলমাল করে ফেলেছেন। ওদের কালে যারা বল নিয়ে মাঠে নেমে শিয়াল কুকুরের ঝগড়া লাগিয়ে দিত তাদের বল্‌ত খেলোয়াড়। উনি বোধ হয় ভাবছেন আমরা ওঁকে সেই রকম মাঠে নেমে খেল্‌তে বল্‌ছি। (হরিচরণের প্রতি) আপনার সেরকম করে মাঠে খেলবার দরকার নেই মশায়। আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে গ্যালারীতে বসে উত্তেজনার charge গ্রহণ করবেন।

কালীপদ—কি? কি? কি? কি গ্রহণ কর্‌ব?

৪৯ ঘ (বজ্রপাণি)—উত্তেজনা সেবন কর্‌বেন।

হরিচরণ—সে আবার কি?

৪৩ঘ (বিরূপাক্ষ)—Hopeless! এরা তেলচিটে প্রাচীন কাল। আমাদের বৈজ্ঞানিক সংস্কারগুলোর সম্বন্ধে এরা একেবারেই অনভিজ্ঞ।

৪৯ ঘ—দেখুন বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্থির হয়ে গ্যাছে যে ফুটবল মাঠে যারা খেলে তাদের চেয়েও যারা খেলা দেখে তারাই বেশী উপকার ভোগ করে। বিকেলে খানিকটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে চীৎকার কর্‌তে পার্‌লে ফুস্‌ফুস দুটো সতেজ হয়ে উঠে। আর তার উপর 'ঐ গোল' 'ঐ গোল' 'ঐ গোল,' 'হা··· ···ইষ,' 'গেল গেল, 'stop, stop,'—এই সব চীৎকার আর উত্তেজনার মঙ্গল-প্রভাব স্বাস্থের উপর খুব বেশী। তাই এখন দর্শকরাই বেশী দরকারী। খেলোয়াড়ের দল,—একটা পেশাদার দল হলেই হ'ল। দেখবেন সময়টা কেটে যাবে—এই, এই—এই—

১১ বৃ—খাঁড়ার তলায় পাঁঠার মতন। কেমন তাহলে আসছেন ত? চীৎকার কর্‌তে আর পার্‌বেন না?

কালীপদ—কেন পারবনা? চেঁচাব আ—[চেঁচাতে সুরু করলে]

৪৯ ঘ—আরে থামুন এখন নয়।

১১ বৃ—বাঃ রবটা বেশ বার করেছেন ত? আমার ক্লাসে এবার একটিও জোর গলা নেই; ইনি থাক্‌লে আমরা নিশ্চয় জিতে যাব।

হরিচরণ—তাহলে আপনারা সবাই উত্তেজনা সেবন কর্‌বেন? নিজেরা উত্তেজনার স্থষ্টি কর্‌বেন না?

১৭ গ—সেটা ত ভাড়া করা লোক দিয়েই হতে পারে। আপনাদের কালে স্কুলের ছেলেরা খেলত, মষ্টার্‌মশায়রা চেয়ারে বসে লেমনেড্‌ খেতেন আর মন্তব্য প্রকাশ করতেন। আর একালে মাষ্টার

মশায়রা খেলেন আমরা গ্যালারীতে বসে যা খুশী তাই করি।—চা খাই—ঝিমোই—ইচ্ছে করলে মরেও যেতে পারি—কেউ বাধা দেবার নেই। শুধু গ্যালারীতে বসে উত্তেজিত হই। কত সুবিধে বলুন ত? হাত ভাঙ্গে না, পা মচ্‌কায় না, চামড়া ছড়ে না—অথচ খেলার আসল যে জিনিষ সেই উত্তেজনাটি ছাঁকা পাই। বুঝ্‌লেন—

হরিচরণ—প্রায়।

বজ্রপাণি—তাহলে আপনি যোগ দিচ্ছেন ত?

হরিচরণ—তা বোধ হয় পারব।

[ঘোষণানাথের পুনঃ প্রবেশ ও ইস্তাহার পাঠ]

ঘোষণানাথ—এতদ্বারা ছাত্রসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গ শিক্ষক দারুণ অবাধ্যতা করার দরুণ তাহাকে সর্ব্ব ছাত্র সমক্ষে দশহাত হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হইবে। উক্ত শিক্ষক ক্লাসে Improper ও Vulgar Fraction কষিতে সুরু করেন। ২ ? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে Vulgar ও Improper এর মানে কি? তিনি প্রথমে ঐগুলি গণিতের সংজ্ঞা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। তখন কোন বিচক্ষণ ছাত্র একটী অভিধান খুলিয়া দেখাইয়া দেয় উহার অর্থ "অন্যায় ও ইতর", এবং বলেন যাহা Improper ও Vulgar তাহা ক্লাসে পড়া অতি গর্হিত কাণ্ড। গ শিক্ষক ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে তিনি তাহা পড়িতে

বাধ্য কারণ পুস্তকে তাহা আছে। এই ধৃষ্টতার জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে ও Director of Public Confusionকে এবং পুঁথিসংহারক সমিতিকে জানান হইয়াছে।

জনরব কয়েকজন শিক্ষক আছেন যাঁরা anomalous verbs, নিপাতনে সিদ্ধ প্রভৃতি জঘন্য নীতি-বহির্ভূত জিনিস পড়েন। তাঁহাদের সতর্ক করা যাইতেছে যেন এ পথ পরিহার করেন। হামাগুড়ির সময়—২।২৫ মিনিট হইতে ২।৩০ মিনিট।

[ঘোষণা নাথের প্রস্থান]

বজ্রপাণি—চলুন সবাই হামাগুড়িটা দেখে আসা যাক্। সময় হয়ে এসেছে।

[সকলের বাহিরে গমন; কিছুক্ষণ পরেই কালীপদকে ঘরে পুনঃ প্রবেশ করতে দেখা গেল। তার তখন কোঁচার জায়গায় কাছা, জামার বুকটী পিঠের দিকে ও পিঠটী বুকের দিকে। মাটিতে জুতো খুলে রেখে তার উপর মাথা রেখে ক্রমাগতই উল্টো হয়ে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। সামান্যক্ষণ পরেই হরিচরণের প্রবেশ।]

হরিচরণ—ও কি? কালীপদ ও কি করছ?

কালীপদ—(পূর্ব্ববৎ কসরত কর্‌তে কর্‌তে) কি কর্‌ছি? আপনাকেও কর্‌তে হবে।

হরিচরণ—পাগল হলে না কি হে?

কালীপদ—আবার না কি হে? বলি মশায় সব (দাঁড়িয়ে উঠে) উল্টে গেছে।

হরিচরণ—ও কি কাছা, কোঁচা এ সব কি করেছ?

কালীপদ—সময় থাকৃতে আপনি এ রকম করুন তা না হলে গ শিক্ষকের মত—ওরে বাবা না থুড়ি—

[খাম্বাজ কুমারের প্রবেশ]

খাম্বাজ কুমার—এখন স্বরাজ, পাঠ্য কেতাব পড়ে পাঁঠা সবে

এখন স্বরাজ, জাড্য ছেড়ে আঢ্য কেবা হবে ?

দেবাসুরের মত যখন

পুঁথি কেতাব করৃত মথন

পিতামহের কালেরে রে ভাই—সুখ কি ছিল ভবে ?

এখন হয়না পড়্তে হয়না লিখ্তে আছি মহোৎসবে।

কি মশাই ?

কালীপদ—কিছু না। কিছু না। এই এম্নি। আপনার গান শুন্ছিলুম। ভারি মিষ্টি। মশায়ের নাম ?

খাম্বাজকুমার—(সুর করে) আমার নাম খাম্বাজকুমার। আমি শুধু গান করি। আমি পাখী হব—পাখী হয়ে গান গাব। ভগবান কবে আমি পাখী হব (বলতে বলতে প্রস্থান)।

কালীপদ—(হরিচরণের প্রতি) চলুন পালাই। এখানে আর কিছুক্ষণ থাকৃলে মাথার ঘি সব পায়ে নেবে যাবে। চুল বেরুবে পায়ে, নখ বেরুবে মাথায়।

হরিচরণ—ঠিক বলেছ। আমার কি রকম সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। চল—

[উভয়ের প্রস্থান]

[৪৯ ঘ, ১১বৃ, ৪৩য প্রভৃতির ব্যস্তভাবে প্রবেশ]

৪৯ ঘ—কই হে কোথায় ? দুটো তেলচিটে প্রাচীন কাল—

১৭ গা—বোধ হয় পালিয়েছে।

১১ বৃ—পালাবেন কোথায় ? দরোয়ান ত ছাড়বে না।

৪৩ বৃ—নিশ্চয়ই, এদের হঠাৎ দেখলে নতুন শিক্ষক বলে মনে করবে। গায়ে যে রকম মাষ্টার মাষ্টার গন্ধ। Allowed শ্লিপ না পেলে ত ছাড়বে না।

[দরওয়ানের সহিত হরিচরণ ও কালীপদর পুনঃ প্রবেশ]

দরওয়ান—৪৯ বাবু এই দুই আদমীকা আলোয়াড শ্লিপ নেই হ্যায়। ফিন্ যানে মাঙ্গতা।

১১ বৃ—(কালীপদর প্রতি) কি মশায়, পালাবার চেষ্টা করছিলেন ?

১৭ গা—(হরিচরণের প্রতি) খুব মশায়, স্কুল পালাচ্ছিলেন ? জানেন সেদিন 'ঞ' শিক্ষক স্কুল পালাচ্ছিলেন বলে তাঁকে আধঘণ্টা মাঠে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল প্রায় ৩০০ ছাত্রের সামনে।

হরিচরণ—কিন্তু আমরা ত শিক্ষক নই।

৪৩ ঘ—কিন্তু আপনাদের স্বভাব দেখে মনে হয় আপনারা একেবারে জাত শিক্ষক।

১১ বৃ—(হরিচরণের দিকে চেয়ে) নিশ্চয় ! চেহারা দেখ্‌লে মনে হয় জলজ্যান্ত উপক্রমণিকা ব্যাকরণ—

১৭ গা—(কালীপদর দিকে ইঙ্গিত করে) আর এটি যেন জলজ্যান্ত Interjection.

হরিচরণ—(কাতরভাবে) দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

কালীপদ—আমাকেও ছেড়ে দিন—

১১ বৃ—আহা গলার স্বর কি ? যেন ডজন তিনেক ভ্রাতৃশোক উথলে উঠেছে।

৪৯ ঘ—(বাকী সকলের প্রতি) হে সংখ্যাগণ ! কি করা যায় ?

৪৩ ঘ—আমার মতে (হরিচরণকে দেখিয়ে) এই ব্যক্তিকে আমাদের সং শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হোক্।

১৭ গা—কিন্তু উনি কি সংস্কৃত পড়তে পারবেন—

৪৯ ঘ—পরীক্ষা করে দেখা যাক্ না—আর এই রকম করেই ত আমরা তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত করেছি। তাদের কাজ শিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরাও কিছু দিন প্রোবেশনে থেকে শিখে নিন্।

১৭ গা—আর এই Interjectionটিকে ?

১১ বৃ—(কালীপদকে নির্দ্দেশ করে) একে শুধু খেলার মাঠে চীৎকার করবার জন্যে রাখা হোক। এর গলাখানি মন্দ নয়। এর 'গোল' 'গোল' চীৎকার শুনলে বিপক্ষেরা খেলা ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

[একটি আট নয় বৎসরের ছাত্রের প্রবেশ]

ছাত্র—(আধ আধ স্বরে) ৪৯ ঘ'দা। আমরা শুনলুম দুটো মাষ্টার নাকি ধরা পড়েছে। দেখাওনা, তারা কই ?

৪৯ ঘ—আরে আয় আয়। এই দেখ দেখি (শঙ্কিত ও বিস্মিত হরিচরণ ও কালীপদকে নির্দ্দেশ করে) এই—দুটি কেমন পছন্দ হয় ? তোদের মত হলেই এঁদের নিযুক্ত করা হবে।

ছাত্র—(নিকটে গিয়ে বহুক্ষণ সযত্নে নিরীক্ষণ করে) মন্দ নয়। এঁদের রাখা যেতে পারে।

৪৯ ঘ—বেশ, তাহলে আপনারা আজ থেকে নিযুক্ত হলেন। ছাত্র-সমিতি থেকে আপনাদের নিয়োগ পত্র কাল দেওয়া হবে। আপনারা এখানে চাকরি করতে বাধ্য রইলেন।

হরিচরণ—(সভয়ে) অ কালীপদ এরা বলে কি ?

কালীপদ—ওরে বাবা না না খুড়ি। এঁরা যা বলেন তাই এ—এ—এ

[করতে করতে বিহ্বলের মত বসে পড়ল।]

যবনিকা